২৮/১০/২০০১

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

ছাত্রলীগ নেতৃত্বেও পরিবর্তন দাবি

মোশতাক আহমেদ ॥ অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পরাজয়ের প্রভাব পড়েছে ছাত্রলীগে। ছাত্রদল ও শিবিরের দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হল দখলসহ ছাত্রলীগের বিভিন্ন ইউনিট অফিস ভাঙচুর, নেতা-কর্মীর ওপর হামলার কারণে সংগঠনের কর্মকাণ্ডে স্থবিরতা দেখা দিয়েছে।

গত পাঁচ বছরে সংগঠনের শীর্ষ স্থানীয় নেতাদের স্বেচ্ছাচারিতা ও কর্মীদের সাথে দুর্ব্যবহার করায় অনেকে সংগঠন থেকে দূরে রয়েছে। এ অবস্থায় অনেক নেতা-কর্মী চাচ্ছে বর্তমান কমিটি ভেঙে নতুন কমিটি গঠন করতে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, চারদলীয় জোটের বিজয়ের সম্ভাবনা দেখে গত ২রা অক্টোবর থেকেই ছাত্রদল ও ছাত্রশিবির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হলগুলো দখল করতে থাকে। এছাড়া ছাত্রলীগের বিভিন্ন ইউনিট অফিসেও তারা ব্যাপক ভাঙচুর করে এবং তাদের ওপর নির্যাতন ও মামলা দিতে থাকে। এতে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় দলীয় কর্মকাণ্ডে স্থবিরতা দেখা দিয়েছে। এ পর্যন্ত তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন মিছিল-সমাবেশ করতে পারেনি। এছাড়া গত পাঁচ বছরে সংগঠনের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের স্বেচ্ছাচারিতার কারণে অনেকেই সংগঠনের কর্মকাণ্ড থেকে দূরে রয়েছে। এসব নেতা-কর্মী সম্প্রতি ছাত্রলীগের বেশ কয়েকটি প্রতিনিধি সভায় প্রকাশ্যেই ছাত্রলীগের সভাপতি বাহাদুর বেপারী ও সাধারণ সম্পাদক অজয় কর খোকনসহ কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় নেতার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ আনে। তারা নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পরাজয়ের কারণ হিসেবে ছাত্রলীগের শীর্ষস্থানীয় এসব নেতার ভুল দিক-নির্দেশনার কথাও উল্লেখ করে। তারা আরও অভিযোগ করে এ নেতারা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক নেত্রী শেখ হাসিনাকে সবসময় অসত্য তথ্য দিয়েছে। কখনও কর্মীদেরকে শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করতে দেয়নি। প্রাক-নির্বাচনী জরিপের নেতৃত্ব ঃ পৃঃ ২ কঃ ৭

নেতৃত্ব ঃ ছাত্রলীগ

(১২-এর পৃষ্ঠার পর)

নামে ছাত্রলীগ নেতারা বিভিন্ন স্থানে গেলেও জনগণের মতামত নেয়ার চেষ্টা করেনি। বরং স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের গ্রুপিংকে কাজে লাগিয়ে সুবিধা আদায়ের অভিযোগও রয়েছে।

এ অবস্থায় অনেকে চাচ্ছে বর্তমান কমিটি ভেঙে নতুন কমিটি গঠনের। কারণ হিসেবে তারা বলে, নতুন কমিটি হলে নেতা-কর্মীর মধ্যে উৎসাহ দেখা দেবে এবং কর্মকাণ্ডে অধিক আগ্রহী হবে। তাছাড়া বর্তমান কমিটির গঠনতান্ত্রিক মেয়াদ অনেক আগেই শেষ হয়েছে। ছাত্রলীগের গঠনতন্ত্রে এক বছরের কমিটি গঠনের মেয়াদ থাকলেও বর্তমান কমিটি গঠিত হয়েছিল ১৯৯৮ সালের অক্টোবরে। সেই হিসেবে বর্তমান কমিটির মেয়াদ আরও দুই বছর আগেই শেষ হয়ে গেছে। তাছাড়া বর্তমান কমিটি ১০১ সদস্যের পরিবর্তে ১৩৭ সদস্যবিশিষ্ট করা হয়। এর মধ্যে ১০/ ১২ জন ছাড়া আর কারও ছাত্রত্ব নেই, অনেকেই বিয়ে করে ঘরসংসার নিয়ে ব্যস্ত, আবার অনেকে ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে ব্যস্ত।

এ ব্যাপারে ছাত্রলীগের সভাপতি বাহাদুর বেপারী বলে, আমাদের সংগঠনের প্রায় ৭০ লাখ নেতাকর্মী রয়েছে। যেকোন কর্মসূচিই আমরা কঠোরভাবে পালন করব। আর কমিটির ব্যাপারে নেত্রীই (শেখ হাসিনা) সিদ্ধান্ত নেবেন।